দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বিদেশীদের জন্য ঢাকা মেডিক্যালে পৃথক ফ্যাকাল্টি খোলার প্রস্তাব

।। দেবাশীষ দে দেবু ।।

মালয়েশিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান মালয়েশীয় এবং অন্যান্য বিদেশী ছাত্রদের পড়াশুনার জন্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে একটি পৃথক মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি খোলার প্রস্তাব দিয়েছে।

'এক্সটারনাল মালয়েশিয়ান মেডিক্যাল ডেন্টাল এডুকেশন স্পন্সরশিপ এজেন্সী ইন বাংলাদেশ' নামের প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই প্রস্তাব দেয়।

প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে বিষয়টি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবে বলা হয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অংশ হিসেবে একটি মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি খোলা হবে, যাতে প্রতিবছর একশ' করে মালয়েশীয় এবং অন্যান্য বিদেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এই সব ছাত্রছাত্রী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন বিভাগের ভর্তির নিয়মকানুন, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ভর্তির জন্যে মনোনীত করা হবে।

ভর্তিচ্ছু প্রতিটি ছাত্রকে বছরে বাংলাদেশী মুদ্রায় ১ লাখ টাকা সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। এছাড়া টিউশন ফিসসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য ফিসও যথারীতি পরিশোধ করতে হবে।

সংস্থা ছাত্রদের শিক্ষা চলাকালে তাদের ক্লাসের জন্যে আলাদা ভবন এবং একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ হাসপাতাল গড়ে তোলার ব্যবস্থা করবে। ভর্তিচ্ছু বিদেশী ছাত্রদের আবাসিক ব্যবস্থা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে করা হবে।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে, ৫ থেকে ৭ বছর পর এই ফ্যাকাল্টিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আলাদা পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে চালু করা হবে।

মালয়েশীয় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হঠাৎ করে কেন বাংলাদেশে এ ধরনের একটি উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে তার ব্যাখ্যা হিসেবে চিঠিতে বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমসাময়িককালে মালয়েশিয়া যথেষ্ট উন্নতি সাধন করলেও তারা চিকিৎসাব্যবস্থা এবং চিকিৎসা জনশক্তির দিক দিয়ে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে।

বর্তমানে মালয়েশিয়ায় যত মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে তারা এই প্রয়োজন থাকলেও বাড়তি চিকিৎসক তৈরির চাপ নিতে পারছে না। মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পড়াশুনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় মালয়েশীয় সরকার অতিরিক্ত মেডিক্যাল কলেজও প্রতিষ্ঠা করছে না। এ অবস্থায় কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থা বিভিন্ন দেশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে চিকিৎসক তৈরি করে নিয়ে দেশের স্বাস্থ্য খাতের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছে।

উল্লিখিত সংস্থাটিও তেমনি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণ হিসেবে বলেছে যে, বাংলাদেশে মেডিক্যাল শিক্ষার খরচ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। গত বিশ বছর ধরে বেশ কিছুসংখ্যক মালয়েশীয় ছাত্র অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন, আমেরিকা, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের মেডিক্যাল কলেছে পড়াশুনা করছে। কিন্তু সেসব দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পড়াশুনার খরচ বাংলাদেশের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

প্রস্তাবটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আলোচনা হচ্ছে এর নানা দিক নিয়ে। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটি নিয়ে ছাত্রদের সাথে আলোচনার জন্যে শনিবার একটি সভার আয়োজন করে। সভায় ছাত্ররা প্রস্তাবটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। তবে প্রস্তাবটি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেয়া হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার জন্যে কলেজের ৯টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটি ছাত্র সংসদ ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনাশেষে শিগগিরই একটি সিদ্ধান্ত নেবে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।

28